সংবাদ

তারিখ: 24 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে

স্কুল শিক্ষার নামে ভয়ঙ্কর ফাঁকির খবর ছেপেছে একটি জাতীয় দৈনিক। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে স্কুলের পরিবর্তে প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিংয়ের মাধ্যমে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সিলেবাস তৈরি, হাজিরা দেয়া, শিক্ষার্থীদের হাজিরা নেয়া, এবং পরীক্ষার আয়োজন করা ছাড়া শিক্ষকরা অন্য কোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন না। বেশিরভাগ শিক্ষকই প্রাইভেট টিউশনি বা কোচিং নিয়ে সময় কাটান। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সব স্কুলের না হলেও বেশিরভাগ স্কুলের শিক্ষাদানের চিত্রটা এমনই দাঁড়িয়েছে। কোচিং ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একশ্রেণীর শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদান না করেই শিক্ষার্থীদের পড়া শিখে আসার নির্দেশ দেন। এর অন্যথা হলে শিক্ষার্থীদের তিরস্কার, বেত্রাঘাত, নিলডাউনসহ শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে দেয়ার ঘটনাও ঘটে। মূলত যেসব শিক্ষার্থী কোচিং বা প্রাইভেট পড়ে না তাদের সঙ্গেই এক শ্রেণীর শিক্ষক এমন আচরণ করেন।

শ্রেণীকক্ষের বাইরে কোচিং বা প্রাইভেট টিউশনির মাধ্যমে পাঠদান দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এর জন্য একশ্রেণীর শিক্ষকের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি দায়ী। তারা ভুলে যান যে শিক্ষা সেবামূলক পেশা। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের বিশাল বাজেট রয়েছে, যার একটা অংশ ব্যয় হয় শিক্ষকদের বেতন-ভাতার পেছনে। ক্ষেত্রবিশেষ শিক্ষার্থীরা স্কুলের নিয়মিত বেতন, ফি এবং অন্যান্য চাঁদা দেয়। একজন শিক্ষার্থী যেন শ্রেণীকক্ষেই প্রয়োজনীয় পাঠ গ্রহণ করতে পারে তার জন্যই এতসব ব্যবস্থা। পড়া বোঝার জন্য শিক্ষার্থীকে কেন একই শ্রেণীশিক্ষকের অধীনে কোচিং বা প্রাইভেট পড়তে হবে? শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত দেশগুলোয় শ্রেণীকক্ষেই প্রয়োজনীয় পাঠদান করা হয়। কোচিং বা প্রাইভেট তো দূরের কথা বাড়িতেও সেসব দেশের শিক্ষার্থীদের পড়ার প্রয়োজন হয় না। অথচ বাংলাদেশের চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত।

শ্রেণী কক্ষে না পড়িয়ে একশ্রেণীর শিক্ষক এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটান যাতে শিক্ষার্থীরা কোচিং বা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয়। যেসব অভিভাবকের আর্থিক সঙ্গতি নেই তাদের সন্তানরা কোচিং বা প্রাইভেট পড়তে পারে না বরং শ্রেণীকক্ষের পাঠ থেকে বঞ্চিত হয়। আর দেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর পরিবারই দরিদ্র। যেসব শিক্ষার্থী কোচিং বা প্রাইভেট পড়ে না তারা শিক্ষকদের রোষানলে পড়ছে। এ ধরনের শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাওয়ার আগ্রহও হারিয়ে ফেলছে। কারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে বা কোচিং না করলে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের তিরস্কারের মুখোমুখি হতে হয়। এতে করে শিক্ষার্থীর মনে হীনমন্যতা তৈরি হচ্ছে। তাদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কাটে বিদ্যালয়ে, শিক্ষকদের সান্নিধ্যে। একজন শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনের ভিত তৈরি হয় বিদ্যালয়ে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা হওয়া উচিত সঞ্জীবনী। অথচ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির একদল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জীবন ধ্বংসের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়ে সরকারের কার্যকর কর্মপরিকল্পনার অভাবেই এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের প্রকৃত কোন জবাবদিহিতা নেই। শ্রেণীকক্ষে ঠিকমতো পাঠদান হচ্ছে কি না, কোন শিক্ষার্থী বঞ্চিত হচ্ছে কি না, শিক্ষকরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে কি না– এসব ব্যাপারে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বা সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তারা খোঁজ-খবর নেন না। আর এ সুযোগে কিছু অসাধু শিক্ষক কর্তব্যকর্মে ফাঁকি দিচ্ছেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এ বেহালদশা জরুরি ভিত্তিতে দূর করতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এক্ষেত্রে কোন ফাঁকি বা গলদ মেনে নেয়া ঘোরতর অন্যায়। পাঠদানে ফাঁকি রোধ করতে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা বাধ্যতামূলক ও নিশ্চিত করতে হবে। শ্রেণীকক্ষের পাঠ অবশ্যই শ্রেণীকক্ষেই সম্পন্ন করতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো প্রাইভেট ও কোচিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে। তবে শ্রেণীকক্ষের পাঠ ফাঁকি দিয়ে কোচিং ব্যবসা, শিক্ষার্থীদের সেখানে পড়তে বাধ্য করা, কোচিংয়ে বা প্রাইভেট পড়তে না যাওয়া শিক্ষার্থীর সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ মেনে নেয়া যায় না কিছুতেই। এ ধরনের কোচিং বা প্রাইভেটকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়ী শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়গুলোতে ছাড় দিলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।